

হুমায়ুন আজাদ এখনও মৃত্যুর দুয়ারে, চোখ মেলে চেয়েছেন

ফজলুল বারী ॥ ড. হুমায়ুন আজাদ এখনও মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে! যদিও সিএমএইচ-এর ডাক্তারদের দাবি সোমবারও তিনি চোখ মেলে তাকিয়েছেন। তবে তাঁর অবস্থা এখনও শঙ্কামুক্ত নয়। সোমবার তাঁর শরীরে জ্বর ছিল। আজ মঙ্গলবার ভোরে তাঁর অস্ত্রোপচার পরবর্তী পর্যবেক্ষণাধীন বিপজ্জনক সময়ের ৭২ ঘণ্টা পেরবে। এরপর কি সিএমএইচ বা সরকারী তরফে জাতির বিবেক এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন অফিসিয়াল ব্রিফিং-এর ব্যবস্থা হবে? সোমবার পর্যন্ত তার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ড. আজাদকে বিদেশে নিয়ে যাবার কোন ব্যবস্থা-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা সেটিও এখনও কেউ বলছে না। একটি সূত্র বলেছে, ডেঞ্জার পিরিয়ড শেষ হবার পরেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।

শুক্রবার রাতে বাংলা একাডেমীর বইমেলা থেকে বাসায় ফেরার পথে দুষ্কৃতকারী ঘাতকদের হিংস্র খাবায় রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত হবার পথে হুমায়ুন আজাদ গুরুতর জখম হন। তারপর থেকে সিএমএইচ-এর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অচেতন অবস্থায় আছেন মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দেশের বিশিষ্ট এই লেখক-শিক্ষক। ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড়-প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া চললেও থেমে নেই মৌলবাদী দুর্বৃত্তের দল। ড. আজাদের পরিবারের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছেন। দুর্বৃত্তচক্র এখন তাঁর প্রকাশকদেরও প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। সোমবার বাংলাবাজারে গেছে এমন হুমকির ফোন। আগামী প্রকাশনী প্রকাশিত ড. আজাদের ‘পাক সার জমিন সাদ বাদ’ গ্রন্থটি নিয়ে দেশজুড়ে এখন চলছে বিশেষ চাঞ্চল্য। জামায়াতের দেলোয়ার হোসেন সাঈদী গত ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে রেখেছেন আক্রমণাত্মক বক্তব্য।

চিকিৎসাসূত্রগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে দায়িত্বশীল একটি সূত্র সোমবার জনকণ্ঠকে বলেছে, ড. আজাদের অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। তিনি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সাড়া দিচ্ছেন। সোমবার তাঁর ভেন্টিলেশন খুলে দেয়া হয়। তবে এখনও শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে তাঁকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। চলছে স্যালাইন। অবস্থার উন্নতির পরেই তাঁকে তরল খাবার দেয়া শুরু হবে। তবে সোমবার তাঁর শরীরে বেশ জ্বর ছিল। তাঁর রক্তচাপ, পালস এসব ঠিক আছে। সোমবার সকালে প্রথমে ড. আজাদের ভাই সাজ্জাদ কবীর, মেয়ে মৌলি, স্মিতা, ছেলে অনন্যকে তাঁর শয্যাপাশে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে শয্যাপাশে নিয়ে যাওয়া হয় স্ত্রী লতিফা কোহিনুরকে। মিসেস কোহিনুর জনকণ্ঠকে বলেছেন, শয্যাপাশে গিয়ে তিনি ডাকলে ড. আজাদ চোখ মেলে তাকান। আবার চোখ বন্ধ করে নেন। ডাক্তাররাই আসল কথাটি বলতে পারবেন, তিনি এখন কেমন আছেন, তাঁর অবস্থার আদৌ উন্নতি হয়েছে কিনা। আপনারা সবাই তাঁর জন্য দোয়া করবেন। মেয়ে মৌলিকে ফোন করলেও শুধু দোয়া চান সবার কাছে। সিএমএইচ-এ যাতায়াত নিয়ে কড়াকড়ি এখন আরও বেড়েছে। পরিবারের সদস্য ছাড়া কাউকে সেখানে যেতে দেয়া হচ্ছে না। সিএমএমএইচ, আইএসপিআর বা সরকারের তরফ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে না হুমায়ুন আজাদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য। সারা দেশের মানুষ তাঁর অবস্থা জানতে চায়। শুধুমাত্র ড. আজাদ যাদের নিয়ন্ত্রণে তারাই যেন জাতিকে তাঁর অবস্থা জানাতে অগ্রহী নয়।

পরিবারের সদস্যদের বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক ছাত্র, বর্তমানের এক সেনা কর্মকর্তা সোমবার সিএমএইচ-এ ড. আজাদের অবস্থা দেখতে যান। তিনি তাঁর হাত ধরে বলেন, স্যার আমি আপনার ছাত্র। আপনার সব বই আমি পড়েছি। আমরা সবাই দোয়া করছি আপনি যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। ওই কর্মকর্তাটি বলেন, আমার আহবানের পর মুহূর্তের জন্য তিনি চোখ খুলে তাকান। চোখের পাতা একটু নড়ল। মনে হলো তিনি আমার আহ্বান বুঝতে পারছেন। তারপর চোখ আবার বন্ধ হয়ে যায়। দায়িত্বশীল একটি সূত্র বলেছে, সরকারী সূত্রগুলো চাইছে অফিসিয়াল ব্রিফিং-এর আগে তাঁর একটি স্থিতিশীল অবস্থা আসুক। ড. আজাদের জটিল একটি অস্ত্রোপচার, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তিনি এখনও খুবই দুর্বল। কাজেই অগ্রগতির আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং দেয়া হলে, তারপরই যদি আবার অবস্থার অবনতি ঘটে সে আশঙ্কায় আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দিতে সংশ্লিষ্টরা এখনও ভরসা পাচ্ছেন না। সরকারের তরফ থেকেও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেই। প্রধানমন্ত্রী ড. আজাদকে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে দেশের বাইরে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা, দেশের বাইরের কোন হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য জানাতে পারেনি।